**নতুন ১৫৫ মিঃমিঃ এসপি গান ১১ এসপি রেজিমেন্ট আর্টিলারিকে**

**আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তাস্তর অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

এডহক আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ, টার্মাক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।

রবিবার ০৮ পৌষ ১৪২০ ২২ ডিসেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মিবৃন্দ,

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,

অফিসার, জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও সৈনিকবৃন্দ,

এবং উপস্থিত সুধি,

আসসালামু আলাইকুম।

৪২ বছর আগে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। বিজয়ের মাসে, শীতের মনোমুগ্ধকর সকালে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত, উদ্বেলিত। এ শুভক্ষণে স্মরণ করি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মহান মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় পথ প্রদর্শক, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরন করি মুক্তিযুদ্ধের মহান বীর শহীদদের, যাঁদের রক্তে স্বাধীন হয়েছে  বাংলাদেশ।

১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের প্রিয় মাতৃভূমির ধ্বংসস্ত্তপে দাঁড়িয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অন্যায়, শোষণ আর বঞ্চনামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ায় হাত দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি তাঁর স্বপ্ন ছিল একটা সুশৃংখল, পেশাদার, চৌকষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলবেন।

এমন একটা সেনাবাহিনী, যাদের সুনাম দেশের সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়বে। যারা হবে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিবেদিত। যারা হবে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের গৌরবময় প্রতীক।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর গত ৪২ বছরে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

আবহমান দরিদ্রতাকে পিছনে ঠেলে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জন্ম নেয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কালের পরিক্রমায় আজ বিশ্ব দরবারে একটি সুশিক্ষিত, দক্ষ ও সুশৃংখল সেনাবাহিনী হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। এছাড়া শান্তিরক্ষা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও অবদান বিশ্বের সকলের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

এজন্য আমরা সবাই গর্বিত। আজ এই শুভক্ষেণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জাতির পিতার লালিত স্বপ্নের ফসল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকষ দল। জাতির পিতার কন্যা হিসেবে এই মাহেন্দ্রক্ষণটি তাই আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দের, আবেগের এবং গৌরবের।

একটি দেশে গণতন্ত্রকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার জন্য একটি প্রশিক্ষত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী প্রয়োজন। ‘‘সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে'' এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে উজ্জীবিত করার লক্ষে আমাদের সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত নিরলস প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার, চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক, এপিসি, ক্ষেপনাস্ত্র, উইপন লোকেটিং রাডার এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর জন্যও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ও অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী গঠনে অত্যাধুনিক এসপি গান, সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট, ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র, হালকা সাঁজোয়া যান ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম সহ আরও অনেক আধুনিক সমরাস্ত্রের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যা খুব শীঘ্রই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন  ইউনিটে সংযোজন হবে।

আজ আমি বহু প্রতিক্ষিত সেলফ প্রোপেলড গান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্টিলারি কোরের ১১ এসপি রেজিমেন্ট আর্টিলারিকে হস্তান্তর করতে যাচ্ছি। একই সাথে সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট আর্টিলারি কোরের ডিভ লোকেটিং ব্যাটারী এবং ট্যাংক বিধ্বংসী মেটিস এস-১ ক্ষেপনাস্ত্র, ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র পিএফ - ৯৮ ও হালকা সাঁজোয়া যান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে হস্তান্তর করা হবে।

আমি আশা করি এই অত্যাধুনিক কামান, মিসাইল, সাঁজোয়া যান ও সরঞ্জামাদি যুক্ত হবার ফলে গোলন্দাজ ও পদাতিক কোর তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের মনোবল অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ফোর্সেস গোল ২০৩০ অর্জনের লক্ষে এ সকল অত্যাধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করবে বলে আমি মনে করি।

আমি সশস্ত্রবাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---